ঈশ্বর মনোনীত জাতিসমাজ

(God Elected Community of People)

আদিপুস্তক ২৮ অধ্যায় ১-১৭ পদ

গত সপ্তাহে আমরা দেখেছি, যাকোব কীভাবে মায়ের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করে ঈশ্বর-নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তার পিতা ইস্হাকের কাছ থেকে আশীর্বাদ হস্তগত করেছিল। সত্যিকথা হল, যাকোব তার পিতা ইস্হাক ও তার দাদা এষৌকে ঠকিয়ে ঈশ্বর তাকে যে আশীর্বাদ দিতে চেয়েছিলেন, তা নিজের শক্তিতে অধিকার করেছিল। কিন্তু এমন প্রতারণার ফলস্বরূপ, তার জীবন চরম বিপদের মুখোমুখি হয়েছিল। তার দাদা এষৌ যখন প্রচণ্ড রেগে গিয়ে পিতার মৃত্যুর পর যাকোবকে হত্যা করার কথা মনে মনে চিন্তা করল (২৭:৪১), তখন তাদের মা একদিনে তাঁর দুই সন্তানকে না হারানোর ইচ্ছায় (২৭:৪৫) যাকোবকে তার মামার বাড়ী পালিয়ে যেতে উপদেশ দিলেন। যাকোব তার গৃহ ত্যাগ করে পালাতে বাধ্য হল। তার পাপ তারই ঘাড়ের উপর চেপে বসল। আজ আমরা ২৮ অধ্যায় থেকে পাঠ করেছি, আর এখানে আমরা যাকোবকে তার মামার বাড়ীর উদ্দেশে যাত্রা করতে দেখতে পাচ্ছি। আসুন, আজ আমরা যাকোবের এই যাত্রাকে ভালো করে উপলব্ধি করি।

ক। <u>পদ্দন-অরামের উদ্দেশে যাকোবের যাত্রার কারণ</u>: নিজের বাড়ী ছেড়ে মামার বাড়ীর উদ্দেশে যাকোবের যাত্রার আসল কারণ হল দাদার হাত থেকে বাঁচা। কিন্তু যাকোবের মা তার স্বামী ইস্হাককে সেই আসল কারণের কথা বলতে পারেনি। পরিবর্তে, যাকোবকে মামার বাড়ী পাঠানোর পিছনে কারণের কথা বলতে গিয়ে, রিবিকা এমন কথা বলেছে, ***"এই হিত্তীয়দের কন্যাদের বিষয় আমার প্রাণে ঘৃণা হচ্ছে, যদি যাকোবও এদের মতো কোনও হিত্তীয় কন্যাকে, এ দেশের কন্যাদের মধ্যে কোনও কন্যাকে বিবাহ করে, তবে প্রাণধারণে আমার কী লাভ?"*** (২৭:৪৬)। আমরা জানি, এর আগে তাদের বড় ছেলে এষৌ দুইজন হিত্তীয় কন্যাকে বিয়ে করেছিল, যারা ইস্হাক ও রিবিকার দুঃখের কারণ হয়েছিল (২৬:৩৫)। কিন্তু সেই বিষয়কে টেনে এনে এখানে যাকোবের মামা-বাড়ী পালানোর পেছনে যে কারণের কথা রিবিকা উল্লেখ করেছে, তা একদিক থেকে ডাঁহা মিথ্যা। আবার অন্যদিক থেকে, এমন যুক্তির পিছনে বিশ্বাসী রিবিকার ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের সামান্য নিদর্শন নেই। কারণ, হিত্তীয় কন্যারা ভালো বৌমা হতে পারে না, এমন ব্যবহারিক দিকের কথা কেবল রিবিকা উল্লেখ করেছে; কিন্তু প্রতিজ্ঞার পরিবারের মধ্যে যে যাকোবের বিবাহ করা উচিৎ, এমন আধ্যাত্মিক যুক্তির কথা রিবিকা উল্লেখ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই পরিবারের মধ্যে সহজ সরল সত্যের অনুপস্থিতি বারংবার আমাদের চোখে পড়ে। ঘটনা প্রবাহ সর্বদা সত্যকে বিকৃত করার পথ অনুসরণ করেছে। সত্য হল, একটা মিথ্যা সর্বদা আমাদের অন্য মিথ্যার আশ্রয় নিতে বাধ্য করে। কারণ, আমরা যখন মিথ্যাকে অবলম্বণ করি, তখন আমরা সহজ, সরল সত্যকেও ভয় করি, তাকে এড়িয়ে চলি, ডাঁহা মিথ্যার আশ্রয় নিই।

এই ভাবে, পাপ সর্বদা আমাদের জীবনে তার পরিণাম নিয়ে ফিরে আসে। এমন কী আমাদের পাপ আমাদের সন্তানদের জীবনেও বারংবার ফিরে আসে। এর আগে আমরা অব্রাহামকে দেখেছিলাম, তিনি দুইবার নিজের স্ত্রীকে বোন বলে পরিচয় দিয়েছিলেন (১২:১৩; ২০:২)। তাঁর এই প্রতারণা তাঁর ছেলে-বৌমা, ইস্হাক ও রিবিকা কেবল অনুকরণ করেনি (২৬:৭), কিন্তু এই প্রতারণা তাদের জীবনে সাধারণ বৈশিষ্ট্যে রূপান্তরিত হয়েছিল। এখন, নিজের পিতা-মাতার এমন প্রতারণা ও দুরভিসন্ধির জগতে যাকোব বড়ো হয়েছে; সে দেখেছে তার পিতা কীভাবে এষৌকে ভালোবাসেন, আর মা কীভাবে তাকে ভালোবাসেন। তাই, আমরা সহজেই উপলব্ধি করি যে, যাকোব তার ছোটবেলা থেকেই মিথ্যাকথা বলতে ও লোকদের ঠকাতে শিখেছে। সন্তানেরা তাদের পিতা-মাতাকে দেখে শেখে, তাদের পক্ষে পিতা-মাতার বিপরীত আচরণ করা খুব কঠিন কাজ। তাই, পিতা-মাতা আমরা আমাদের সন্তানদের সামনে কী ধরণের উদাহরণ রাখছি, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হতে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

পারে আমরা প্রভুর রাজ্যের জন্য অনেক কাজ করছি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, বাইরের লোকেরা যদিও কেবল আমাদের বাইরেটা দেখতে পায়, আমাদের সন্তানরা খুব কাছ থেকে আমাদের দেখছে, তারা আমাদের কথা শুনছে, অন্যদের সঙ্গে আমাদের ব্যবহার লক্ষ্য করছে; আর তারা নিজেদের অজান্তে আমাদের অনুসরণ করছে। ফলকে দেখে যেমন গাছকে চেনা যায়, আমাদের সন্তানরাও আমাদের পরিচয় দিয়ে থাকে।

আমরা আমাদের সন্তানদেরকে কোন্ কোন্ পাপ শিক্ষা দিচ্ছি? পিতামাতা হিসাবে আমরা আমাদের পাপ সহজে দেখতে পাই না, কিন্তু সেই সমস্ত পাপ যখন আমাদের সন্তানদের জীবনে পুনরুৎপাদিত হয়, বড়ো আকার ধারণ করে ও পাকে, তখন আমরা তাদের দেখতে পাই। কিন্তু তখন বড়ো দেরি হয়ে যায়। আমরা আমাদের সন্তানদের কী শিক্ষা দিচ্ছি? কীভাবে একটা পাপকে ঢাকতে অন্য একটি পাপের আশ্রয় নিতে হয়; না কি, পাপ করার পর কীভাবে অনুতাপের দ্বারা সেই পাপ থেকে ফিরতে হয়? আমরা কি তাদের কাছে ঈশ্বরভক্ত ও পবিত্র জীবনের আদর্শ রাখছি, আন্তরিক অনুতাপের নিদর্শন রাখছি? না কি, পাক্কা পাপীর আদর্শ রাখছি, পাপ করেও কীভাবে পার পাওয়া যায়, তা তাদের দেখাচ্ছি? একই সঙ্গে, অন্যরা যখন আমাদের জীবনের বিভিন্ন নেতিবাচক দিককে নির্দেশ করে, তখন কি আমরা তা সাদরে গ্রহণ করি; না কি, চটে যাই ও সমালোচকদের শায়েস্তা করতে উদ্যোগ নিই?

খ। <u>যাকোবের এই যাত্রাপথে ইস্হাকের আশীর্বাদ</u>: রিবিকার কথানুসারে, ঈশ্বরভক্ত স্ত্রী লাভের উদ্দেশ্যে যাকোব প্রতিজ্ঞাত দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। অর্থাৎ, তাকে অন্ততঃ এমন একজন স্ত্রী জোগাড় করতে হবে, যে তার মায়ের বিরক্তির কারণ হবে না। এর আগে ২৪ অধ্যায়ে, আমরা অব্রাহামের সেই দাসকে দেখেছিলাম, যে ইস্হাকের জন্য স্ত্রীর খোঁজে এই পথে যাত্রা করেছিল। অব্রাহামের দাস যখন ইস্হাকের স্ত্রীর খোঁজে যাত্রা করেছিল, তখন সে দশটা উট ও সব ধরণের উত্তম দ্রব্য সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করেছিল। কিন্তু এখানে যাকোব যখন তার নিজের স্ত্রীর খোঁজে যাত্রা করছে, তখন কিন্তু সে এই ধরণের কোনও সুবিধা পায়নি। তাকে একাকী যাত্রা করতে হচ্ছে, এবং তার ভাবী স্ত্রীর কাছে প্রতিজ্ঞা করার মতো কোনও উপহার সে তার সঙ্গে নিতে পারছে না। মানুষের দৃষ্টিকোন থেকে, তার একার পক্ষে এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে মামার বাড়ীতে পৌঁছানো ও স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসা প্রায় এক প্রকার অসম্ভব কাজ। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, যাকোব যখন তার মামার বাড়ীর উদ্দেশে রওনা দেয়, তখন সে তার সঙ্গে পিতা ইস্হাকের আশীর্বাদ সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করেছিল।

২৮:৩-৪ পদে, যাকোবকে আশীর্বাদ করে ইস্হাক এমন কথা বলেছেন, *"সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করে ফলবান ও বহুপ্রজ করুন, যেন তুমি <u>জাতিসমাজ</u> হয়ে ওঠ। তিনি অব্রাহামের আশীর্বাদ তোমাকে ও তোমার সঙ্গে তোমার বংশকে দিন, যেন তোমার প্রবাসস্থান এই যে দেশ ঈশ্বর অব্রাহামকে দিয়েছেন, এতে তোমার অধিকার হয়।"* এই কথার দ্বারা অব্রাহামের প্রতি ঈশ্বরের আশীর্বাদকে আইনানুগ পদ্ধতিতে যাকোবের প্রতি অর্পন করা হয়েছে। এই আশীর্বাদে যাকোব থেকে কেবল একটি বড়ো জাতি উৎপন্ন হবার কথা নয়, কিন্তু সেই জাতির বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে। যাকোবের বংশধররা কেবল সংখ্যায় প্রচুর হবে না; তারা ***জাতিসমাজ*** *(En. community, Hb. qahal)* হয়ে উঠবে। এখানে যে হিব্রু শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তার অর্থ এমন নয় যে, কয়েকটি দেশ ও জাতিকে নিয়ে গড়ে ওঠা কোনও সংস্থা (যেমন ইউনাইটেড নেশন), যেখানে অন্যদের উপেক্ষা করে একটি জাতি নিজের স্বার্থ রক্ষা করতে চায়। আবার এর অর্থ, সেই ভ্রাতৃসমাজও নয়, যেমন ইস্হাক ও ইশ্মায়েলের মধ্যে, কিংবা এষৌ ও যাকোবের মধ্যে ছিল, বংশ পরম্পরায় যাদের মধ্যে শত্রুতা সংক্রমিত হয়েছিল।

এখানে যাকোবের প্রতি ইস্হাকের এই আশীর্বাদের মাধ্যমে ঈশ্বর **ইস্রায়েলের সূচনাকে** নির্দেশ করেছেন: যা হল **ভাইদের মধ্যে সেই সত্য সহভাগিতা, যেখানে তারা একে অন্যের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বসবাস করবে**। এক পা এগিয়ে আমরা আরও বলতে পারি, এই প্রতিজ্ঞা হল **মণ্ডলীর সূচনা**; কারণ, হিব্রু পুরাতন নিয়মের গ্রিক অনুবাদ, তথা সেপ্টাগুইন্টে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

qahal-এর জন্য যে গ্রিক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তা হল *ekklesia*, যার দ্বারা নতুন নিয়মের মণ্ডলীকে নির্দেশ করা হয়েছে।

গীতসংহিতা ১৩৩:১ পদে দাউদ বলেছেন, ***"দেখ, ইহা কেমন উত্তম ও কেমন মনোহর যে, ভাইরা একসঙ্গে ঐক্যে বাস করে।"*** পাপে পতিত এই পৃথিবীতে আমাদের অভিজ্ঞতা হল, আমাদের পরিবার ও মণ্ডলীতে গীতরচক এখানে যে ঐক্যে বাস করার কথা বলেছেন, তা কত কঠিন বিষয়। তথাপি আমাদের মনে রাখতে হবে, **ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের প্রতি তাঁর এই প্রতিজ্ঞা ও লক্ষ্যের কথা বলেছেন**। কেবল তা-ই নয়, এই আশীর্বাদের মাধ্যমে ঈশ্বর আরও বলেছেন, যাকোবের যে বংশধররা সংখ্যায় প্রচুর হবে, তারাই **সংঘবদ্ধ ভাবে এই প্রতিজ্ঞাত দেশের অধিকারী হবে** (২৮:৪)। এর অর্থ, যাকোব যদিও এখন সেই প্রতিজ্ঞাত দেশ, তথা কনান ত্যাগ করতে চলেছে, যাকোব যেন ভুলে না যায় যে, এই দেশ হল তার ও তার বংশধরদের প্রতি ঈশ্বর-দত্ত অধিকার।

অন্যদিকে, আমরা এষৌকে দেখতে পাই, সে যখন শুনল, তার ভাই উপযুক্ত আধ্যাত্মিক স্ত্রীর সন্ধানে পদ্দন-অরামের উদ্দেশে যাত্রা করেছে, তখন সে হয়ত কনানীয়দের কন্যাকে বিয়ে করার বিষয় ব্যথিত হয়েছিল। তথাপি, তার কী করা উচিৎ, তা তখনও সে জানত না। ফলস্বরূপ, সে তার পূর্ব পাপকে আরও জটিল করল, হিত্তীয় দুই স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও সে একজন ইশ্মায়েলীয়কে বিয়ে করল। ঈশ্বরবিহীন ব্যক্তিরা এষৌর মতোই কাজ করে থাকে, তারা নৈতিক ও সঠিক আচরণ করতে চাইলেও, বাস্তবে তাদের পাপই বৃদ্ধি করে থাকে; কারণ, তারা **ঈশ্বরের প্রকৃতি** ও **নিজেদের পাপের গভীরতা** কখনও উপলব্ধি করতে পারে না। রোমীয় ১ অধ্যায়ে তাই পৌল তাদের পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে এমন কথা বলেছেন, ***"তাদের অবোধ হৃদয় অন্ধকার হয়ে গেছে"*** (রোমীয় ১:২১); ফলস্বরূপ, তারা ঈশ্বরের সত্য দেখতে পায় না। তাদের এই আধ্যাত্মিক অন্ধত্ব একমাত্র ঈশ্বরই পারেন দূর করতে।

গ। বেথেলে ঈশ্বরের সঙ্গে যাকোবের সাক্ষাত: মামার বাড়ীর উদ্দেশে যাত্রা শুরু করার পর, ১০ পদে বলা হয়েছে, যাকোব বের্-শেবা থেকে বের হয়ে হারণের দিকে যাত্রা করল। এদিকে সূর্য অস্ত যাওয়ায়, রাত কাটোনোর জন্য যাকোব একটি স্থান বেছে নেয়। এখানে একটি স্বপ্নের মাধ্যমে ঈশ্বর যাকোবের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। এই **২৮ অধ্যায়ে**, আমরা যেমন এই যাত্রার শুরুতে যাকোবের সঙ্গে ঈশ্বরের সাক্ষাতকে দেখতে পাচ্ছি; আমরা পুনরায় **৩২ অধ্যায়ে**, এই যাত্রা থেকে ফেরার পথে যাকোবের সঙ্গে ঈশ্বরকে পুনরায় সাক্ষাত করতে দেখতে পাব। এই দুই সাক্ষাতের মধ্যবর্তী সময় যাকোব প্রতিজ্ঞাত দেশ থেকে দূরবর্তী জীবন যাপন করেছে। এখন এই সময় প্রতিজ্ঞাত দেশ থেকে দূরবর্তী থাকলেও, ঈশ্বর কিন্তু তাঁর মনোনীত যাকোবের সহবর্তী ছিলেন। এর থেকে আমরা যে সত্য উপলব্ধি করি, তা হল, **যাকোবের পাপ তার জীবনে ঈশ্বরের প্রেমপূর্ণ উপস্থিতি থেকে তাকে পৃথকীকৃত করতে পারেনি**, তা **তার প্রতি ঈশ্বর যে প্রতিজ্ঞা করেছেন, সেই অধিকারকেও বাধা দিতে পারবে না। শেষপর্যন্ত তার জীবনে ঈশ্বরের অনুগ্রহই বিজয়ী হবে**। যদিও তার জীবনের সেই সমস্ত পাপ গুরুতর ও দীর্ঘস্থায়ী পরিণাম আনয়ন করবে, তথাপি **যাকোবের অবিশ্বস্ততা সত্ত্বেও ঈশ্বরের বিশ্বস্ততার কারণে তার জীবনে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হবে**। আমাদের জীবনেও এই কথা একই ভাবে প্রযোজ্য।

সেই রাত যাকোব যে স্থানে কাটিয়েছিল, সেটি কোনও সাধারণ স্থান ছিল না। সেই স্থানটি হল ***বেথেল*** (বেথ-এল), যার অর্থ ***"ঈশ্বরের গৃহ"*** (২৮:১৯)। আর এই স্থানে ঈশ্বর স্বপ্নের মাধ্যমে নিজেকে যাকোবের কাছে প্রকাশ করলেন। ১২ পদে সেই স্বপ্নের কথা বলা হয়েছে, ***"পৃথিবীর উপরে একটি সিঁড়ি স্থাপিত, তার মস্তক গগনস্পর্শী, আর দেখ, তা দিয়ে ঈশ্বরের দূতরা উঠছেন ও নামছেন।"***

এই স্বপ্ন বা দর্শনের অর্থ উপলব্ধি করতে হলে, আদি ১১ অধ্যায়ে উল্লেখিত বাবেলের উচ্চগৃহ নির্মাণের পৃক্ষাপটে একে আমাদের দেখতে হবে। বাবিলবাসীরা যে উচ্চগৃহ নির্মাণ করতে উদ্যোগী হয়েছিল, তা ছিল একটি **জিগুরাট**, যার অর্থ ধাপযুক্ত পিরামিড মন্দির;

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

এবং তারা এর দ্বারা আকাশ পর্যন্ত পৌঁছাতে চেয়েছিল (১১:৪)। ১১ অধ্যায়ের এই **গগনস্পর্শী উচ্চগৃহকে** ২৮ অধ্যায়ের যাকোবের স্বপ্নে **গগনস্পর্শী পাথরের সিঁড়ির** সঙ্গে তুলনা করা সম্ভব। যারা বাবেলের উচ্চগৃহ নির্মাণ করছিল, তাদের দুটি উদ্দেশ্য ছিল: (১) নিজেদের শক্তিতে তারা **নিরাপত্তা** লাভ করতে চেয়েছিল, *"আমরা ভূমণ্ডলে ছিন্নভিন্ন হব না"* এবং (২) নিজেদের শক্তিতে তারা **গুরুত্ব** অর্জন করতে চেয়েছিল, *"নিজেদের নাম বিখ্যাত করি"* (১১:৪)। কিন্তু তাদের এই দুটি লক্ষ্যের একটিও তারা অর্জন করতে পারেনি। ঈশ্বরের বিচারে তারা সমস্ত ভূমণ্ডলে ছিন্নভিন্ন হয়েছিল; এবং তাদের নাম ব্যর্থতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। ***বাবেল*** (বাব-এল) কথার প্রাথমিক অর্থ হল *"ঈশ্বরের দ্বার।"* কিন্তু "ঈশ্বরের দ্বার" নির্মাণের পরিবর্তে তারা "বিভ্রান্তির/গোলযোগের গৃহ" তৈরী করেছিল।

কিন্তু **বেথেলে** ঈশ্বরের সঙ্গে যাকোবের সাক্ষাত ছিল বাবেলের নির্মাণকারীদের অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ যাকোব কখনও যার খোঁজ করেনি, যে বিষয়ে কোনও আশা পর্যন্ত করেনি, যা লাভ করতে তার কোনও যোগ্যতা ছিল না, ঈশ্বর তা-ই যাকোবকে দিয়েছিলেন। ঈশ্বরের সুনজর পাবার জন্য যাকোব কখনও কোনও চেষ্টা করেনি; পরিবর্তে, সে ছিল মিথ্যাবাদী ও প্রতারক। সেই রাতে যাকোবের কেবল একটাই ইচ্ছা ছিল, আর তা হল, একটি জায়গার খোঁজ, যেখানে সে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারবে, যাত্রার ক্লান্তি দূর করতে পারবে।

তথাপি, সেদিন যাকোব যা পেয়েছিল, তা সে কখনও কল্পনা পর্যন্ত করতে পারেনি। বাবেলের নির্মাতারা যা পেতে বৃথা চেষ্টা করেছিল, অযোগ্য যাকোব সেদিন বিনা চেষ্টায় কেবল ঈশ্বরের অনুগ্রহে তা লাভ করেছিল: **নিরাপত্তা** *("যে যে সস্থানে তুমি যাবে, তোমাকে রক্ষা করব,"* ২৮:১৫) ও **গুরুত্ব** *("তোমাতে ও তোমার বংশে পৃথিবীর যাবতীয় গোষ্ঠী আশির্বাদ পাবে,"* ২৮:১৪)। সেদিন ঈশ্বর যাকোবকে এই কথা বলেন, *"আমি সদাপ্রভু, তোমার পিতা অব্রাহামের ঈশ্বর ও ইস্হাকের ঈশ্বর; এই যে ভূমিতে তুমি শুয়ে আছো, তা আমি তোমাকে ও তোমার বংশকে দেব। তোমার বংশ পৃথিবীর ধূলির ন্যায় হবে, এবং তুমি পশ্চিম ও পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ চারিদিকে বিস্তীর্ণ হবে, এবং তোমাতে ও তোমার বংশে পৃথিবীর যাবতীয় গোষ্ঠী আশীর্বাদ পাবে। আমি তোমার সহবর্তী, যে যে স্থানে তুমি যাবে, সেই সেই স্থানে তোমাকে রক্ষা করব, ও পুনর্বার এই দেশে আনব; কারণ আমি তোমাকে যা যা বললাম, তা যাবৎ সফল না করি, তাবৎ তোমাকে ত্যাগ করব না"* (২৮:১৩-১৫)।

যাকোবের যখন মনে হয়েছিল, সে **সব হারিয়েছে**, নিঃস্ব হয়ে সে গৃহ ত্যাগ করে মামার বাড়ীর উদ্দেশে যাত্রা করেছে, এমন মুহূর্তে প্রভু তার সঙ্গে অব্রাহামের প্রতি কৃত চুক্তির নবীকরণ করলেন। যাকোবের ছল-চাতুরি যখন যাকোবকে **নিঃস্ব করেছে**, অনেক কষ্টে যে আশীর্বাদ সে লাভ করেছে, যখন তা হাতছাড়া হবার উপক্রম, তখন ঈশ্বর তার সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। যাকোব যখন উপলব্ধি করেছে, তার **নিজের ক্ষমতার সীমা**, তখন ঈশ্বর তাকে সাক্ষাত দিলেন। আর এখানেই **ঈশ্বরের অনুগ্রহের মহত্ব**। যাকোবের **আত্মবিশ্বাস যখন তলানিতে পৌঁছেছে**, তখন ঈশ্বর তার কাছে এলেন, যেন এ কথা স্পষ্ট হয় যে, **সবটাই তাঁর অনুগ্রহ, যা অর্জন করা যায় না, যা পাবার যোগ্য যাকোব নয়**। এই সিঁড়িকে যেন আমরা 'যাকোবের সিঁড়ি' আখ্যা না দিই, কারণ যাকোব এই সিঁড়ি নির্মাণ করেনি, সেই সিঁড়ির উপর দিয়ে নিজে উঠেওনি বা নামেওনি। পরিবর্তে, এটা ছিল **ঈশ্বরের সিঁড়ি**, যার দ্বারা তিনি তাঁর মনোনীত অথচ বিদ্রোহী সন্তানের প্রতি তাঁর প্রেমপূর্ণ তত্ত্বাবধান সুনিশ্চিত করেছিলেন।

বেথেলে ঈশ্বর যাকোবের প্রতি যে আশীর্বাদ করেন, তার দ্বারা তিনি বাবেলের উচ্চগৃহ নির্মাণের ফলস্বরূপ মানবজাতির প্রতি যে বিচার এনেছিলেন, তাকে উল্টে দিলেন। বাবেলের পরিবর্তে, এই বেথেলই হল প্রকৃত *স্বর্গের দ্বার* (২৮:১৭)। এর থেকে পরিষ্কার হল, **ঈশ্বর তাঁর মনোনীত সময়ে তাঁর মনোনীত সন্তানদের মাধ্যমে নিজেকে মানবজাতির কাছে প্রকাশ করতে চলেছেন**। মানুষরা যা সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে, তা তিনি অযোগ্য

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

যাকোবের জীবনের মাধ্যমে সাধন করতে চলেছেন। বাবেল-উত্তর ছিন্নভিন্ন পৃথিবীতে যখন ইউনাইটেড নেশন শান্তি ও ঐক্য স্থাপনে ব্যর্থ, তখন ঈশ্বর যাকোবের মাধ্যমে যে **জাতিসমাজ** *(qahal)* গড়তে চলেছেন, তা-ই প্রকৃত শান্তি ও ঐক্য আনতে চলেছে।

এখন এই স্বপ্নের বাস্তবায়ন **আংশিক ভাবে** পুরাতন নিয়মের ইস্রায়েলের দ্বারা সাধিত হয়েছে। তাই, ইস্রায়েল বারংবার ঐক্যবদ্ধ হয়ে জীবন ধারণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। রাজা শলোমনের ছেলে রহবিয়ামের সময় তারা শত্রুতার দুই রাজ্যে বিভক্ত পর্যন্ত হয়েছে। তথাপি, ঈশ্বর আরাধনাকারী ঐক্যবদ্ধ জাতি হবার ইচ্ছা ইস্রায়েলের মধ্যে সর্বদা, এমনকী বন্দিদশার সময়ও পর্যন্ত জাগ্রত ছিল (যিহিষ্কেল ৩৭:১৫-২৮)। ভাববাদীরা বারংবার সেই দিনের আকাঙ্ক্ষা করেছেন।

এখন, এই আকাঙ্ক্ষার **পূর্ণতা** পৃথিবীতে যীশুর আগমনের দ্বারাই পূর্ণ হয়েছে। আমরা জানি, নথনেলকে দেখে যীশু বলেছিলেন, *"একজন প্রকৃত ইস্রায়েলীয়, যার অন্তরে ছল নাই"* (যোহন ১:৪৭)। এর অর্থ, নথনেল সেই প্রথম ইস্রায়েল, তথা যাকোবের মতো ছিল না। সেই নথনেলকে যীশু বলেছিলেন, *"তুমি দেখবে, স্বর্গ খুলে গেছে, এবং ঈশ্বরের দূতরা মনুষ্যপুত্রের উপর দিয়ে উঠছেন ও নামছেন"* (যোহন ১:৫১)। এখানে, যীশু পরিষ্কার ভাবে যাকোবের স্বপ্নকে নির্দেশ করেছেন। এর অর্থ, মনুষ্যপুত্র, তথা যীশু খ্রীস্ট হলেন **প্রকৃত স্বর্গের সিঁড়ি, ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোর একমাত্র পথ**। কেবল তাঁর আগমনের মাধ্যমেই **মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে সহভাগিতা ও বন্ধুত্ব পুনরায় স্থাপন হয়েছে**। আর, একমাত্র তাঁতেই আমরা আমাদের জীবনে প্রকৃত **নিরাপত্তা** ও **গুরুত্ব** লাভ করে থাকি। কেবল তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মাধ্যমে যাকোবের মতো, তথা আমাদের মতো নোংরা, দুর্গন্ধযুক্ত পাপীষ্ঠরা তাঁর অনুগ্রহ লাভ করি, তাঁর সন্তান বলে পরিগণিত হই।

ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের এই নতুন সম্পর্ক অন্যদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক পর্যন্ত প্রবাহিত হয়। আমরা সেই নতুন মানবসমাজ রূপে (ইফিষীয় ২:১৫) সৃষ্ট হয়েছি, যার জন্য যীশু পিতা ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করেছিলেন, *"যেন তারা এক হয়, যেমন আমরা এক"* (যোহন ১৭:১১)। যীশু খ্রীস্টেতে ঈশ্বরের সন্তানদের এই গোষ্ঠী, তথা ঈশ্বরের সত্য ইস্রায়েলের গণ্ডি যাকোবের শারীরিক সন্তানদের অতিক্রম করে আমাদের সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করেছে, যারা বিশ্বাসে অব্রাহামের আধ্যাত্মিক বংশধর। খ্রীস্টে বিশ্বাসের দ্বারা পরজাতি আমরাও ঈশ্বরের নতুন **জাতিসমাজের** (মণ্ডলীর) অংশ হয়েছি। আর এই সত্য আমরা যখন উপলব্ধি করি, তখন আমাদের অন্তর ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হতে বাধ্য। অযোগ্য পাপী আমাদের তিনি যীশু খ্রীস্টেতে তাঁর সন্তান করেছেন, ঐক্যবদ্ধ মণ্ডলী হিসাবে আমরা তাঁর **জাতিসমাজ** হয়েছি।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com